

# জয়েস মায়ার

# শান্তি

তোমাদের সমস্ত ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেলিয়া দেও

শান্তি



# শান্তি

লেখক  
জয়েস মেয়ার



হারিসন হাউস  
তুলসা, ওকলাহমা





## সূচীপত্র

ভূমিকা	১১
১। আপনি কি শান্তি উপভোগ করছেন?	১৩
২। কেমন করে শান্তি উপভোগ করতে হয়?	১৭
৩। শান্তির দ্বারা চালিত হোন	২১
৪। আপনার শান্তি হরণকারী বিষয়গুলো কি?	২৫
৫। শয়তান কেন আপনার শান্তি হরণ করতে চেষ্টা করে?	২৯
৬। পরীক্ষার সময় বিশ্বাসীর অবস্থান	৩৭
৭। একদিন একদিন করে	৪৩
৮। প্রার্থনা শান্তি আনে	৪৯



## ভূমিকা

“..... শান্তির (ঐক্য, প্রশান্তি, নৈতিক বিরোধ ও উদ্ব্বেগ) চেষ্টা করুক ও তার অনুধাবন (ঈশ্বর, আপনি যাকে অনুসরণ করেন এবং আপনার নিজের সাথেই শুধু শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক করবেন না কিন্তু তাদের অনুসরণ করুন) করুক” ১ম পিতর ৩ঃ১১ পদ।

আমি প্রার্থনা করি ‘শান্তি’ বইটি আপনাকে সাহায্য করবে যেন আপনি উপভোগ করতে শিখেন। “.... চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি ....” (ফিলিপীয় ৪ঃ৭ পদ)।



## আপনি কি শান্তি উপভোগ করছেন?

প্রত্যেক পুনর্জন্ম প্রাপ্ত ঈশ্বরের সন্তানের একটা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করা উচিত। যোহন ১৪:২৭ পদে যীশু বলেছেন :

“শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগৎ যেরূপ দান করে আমি সেরূপ দান করি না। তোমাদের হৃদয় উদ্ভিন্ন না হউক, ভীতও না হউক।” [উদ্বেগ ও বিরক্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখুন এবং ভয় ও হতাশাকে আপনার জীবনে আসতে দিবেন না।]

এটা সত্যিই একটা শক্তিশালী শাস্ত্র বাক্য। দয়া করে কয়েকবার এটা পাঠ করুন। তারপর অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ মিনিট এর উপর ধ্যান করুন যেন এটা আপনাকে সিক্ত করে।

প্রথমে আসুন আমরা বুঝি যে, যীশু যে শান্তি দান করছেন তা একটা বিশেষ শান্তি; জগৎ যেমন দান করে ঠিক সেইরকম নয়। জগৎ কোন্ রকম শান্তি দান করে? জগৎ শান্তির একটা বিশেষ অনুভূতি দান করে থাকে। এই শান্তি কাজ করে

যখন আপনার জীবনের সমস্ত কিছু আপনার চাহিদামত চলে। কিন্তু যখন সমস্ত কিছু আপনার ইচ্ছামত চলে না তখন ঐ শান্তি দ্রুত পালিয়ে যায়। উদ্বেগের আত্মা শীঘ্র পেয়ে বসে। যীশু যে শান্তি দেন তা ভাল ও মন্দ সবসময়ে উপচয় দেয় এবং অবনত অবস্থার মধ্যেও কাজ করে। ঝড়ের মধ্যেও তাঁর শান্তি কাজ করে।

মাংসিক মনের দিক দিয়ে এটা আশ্চর্যজনক হবে; যদি সব কিছু আপনার ইচ্ছামত সব সময় হতো। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাস্তব জীবনে তা ঘটে না। বিশ্বাসী হিসাবে, যা কিছু আমার ভাল লাগেনি বা ভাল মনে করিনি, তা আমি কয়েক বৎসর বিশ্বাসের দ্বারা দূরীভূত করতে চেষ্টা করেছিলাম। এটা আমাকে দারুণ হতাশায় ভুগিয়েছে। যা কিছু করা যাবে না, এমন কিছু করতে চেষ্টা করা সব সময় হতাশাজনক। পরিশেষে ঈশ্বরের কাছে কিছু অভিজ্ঞতা লাভের পর আমি বুঝতে পারলাম যে, জীবনের ঝড় ও পরীক্ষার মধ্যে শান্ত ও শান্তিপূর্ণ ভাবে আমার বিশ্বাসকে ব্যবহার করা দরকার। আমার চারিদিকে শয়তানকে আমার শান্তি হরণ করা থেকে বিরত রাখা দরকার ছিল।

যোহন ১৪ঃ২৭ পদে যীশু বলেছেন, তোমরা নিজেদেরকে উদ্ভিন্ন ও আকুল হতে দিও না। আমি যতই এই পদ পড়েছি ও চিন্তা করেছি, ততই আমি বুঝতে পারলাম যে, বাইবেল আমাকে

বলছিল, আমি নিজের চেপ্টায় এটা করছিলাম। আমার এটা বন্ধ করা দরকার ছিল। তিনি ঐ পদে আরো বলেছেন, “তোমাদের হৃদয় উদ্দিগ্ন না হউক, ভীতও না হউক।”

যীশু তাঁর শিষ্যদের মার্ক ৪:৪০ পদে বিশ্বাসের অভাবের জন্য তিরস্কার করেছিলেন। কারণ ঝড়ের মধ্যে তারা তাদের শান্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। যীশু তাঁর শান্তি হারাননি। তিনি নৌকার পিছনে ঘুমিয়ে ছিলেন। শিষ্যরা আতঙ্কগ্রস্থ ও খুব উদ্দিগ্ন হয়েছিলেন।

আপনার অবস্থা কেমন? আপনি কি নৌকার পিছনে যীশুর সঙ্গে শান্তি উপভোগ করছেন? যদি আপনার শান্তি না থাকে; আপনি জীবনকে উপভোগ করছেন না।





## কেমন করে শান্তি উপভোগ করতে হয়?

যে জিনিস আপনার দরকার; তা কিভাবে পেতে হবে সেই ব্যাপারে যদি নির্দেশ দেওয়া না হয় তবে কোন উপদেশই খুব কার্যকরী হবে না। ধরুন আপনার শান্তির দরকার হলো এক ধাপ। তাহলে বাস্তব আলোচনা ছাড়া আপনি কেমন করে শান্তি পাবেন? এতে সত্যিকার কোন ফল পাওয়া যায় না।

শান্তিময় জীবনকে উপভোগ করতে আরম্ভের জন্য একটা জিনিস আমাকে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করেছিল। আমি বুঝতে পারলাম, যে বিষয়ে আমি কিছু করতে পারব না, সেই বিষয়ে চেষ্টা করা অনাবশ্যিক এবং খুবই হতাশাব্যঞ্জক। আপনি কি তা করেছেন? আপনি কি কোন কিছু করার জন্য চেষ্টা করে নিজেকে হতাশ করে তুলেছেন? প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য ঈশ্বরের উপযুক্ত সময় আছে। তাঁর সময়ের জন্য আপনার অপেক্ষা করা উচিত।

সাধারণতঃ অসময়ে আপনি কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না। এমনকি অসময়ে কোন কিছুর জন্ম

দিলেও আপনি তা নিয়ে খুশি হবেন না। ঈশ্বরের উপর অপেক্ষা করতে শিখুন। এটাতে তিনি সম্মানিত হন এবং এটা আপনার জন্য শান্তি আনে।

আপনি কি অসম্ভব কিছু করতে চেষ্টা করছেন? আপনি কি আপনার চার পাশের লোকজনদের পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন, যেমন আপনি যাকে বিয়ে করেছেন, আপনার সন্তানদের একজনকে, একজন বন্ধুকে অথবা একজন আত্মীয়কে? লোকেরা লোকদের পরিবর্তন করতে পারে না। কেবলমাত্র ঈশ্বরই ব্যক্তির হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন এবং তাকে পরিবর্তিত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। যদি আমরা লোকদের বাইরে থেকে পরিবর্তিত হওয়ার জন্য বল প্রয়োগ করি, তা পরিণতিতে প্রত্যেকের শান্তি হরণ করবে। নিয়মের অধীনে চলার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয় নি। লোকদের স্বাধীনতা দরকার। তাদের যাবার জন্য জায়গার দরকার আছে।

বিয়ের প্রথম কয়েকটা বৎসর ডেভ্কে গলফ না খেলার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, সে অনেক খেলাধুলা করেছে এবং আমি তার সঙ্গে বেশি করে থাকতে চেয়েছিলাম। আমি আমার করণীয় সবকিছু করেছিলাম আমি সব রকম ফন্দি করেছিলাম। আমি মুখ ভার করেছিলাম। আমি ক্ষেপে গিয়েছিলাম। আমি তাকে বুঝাবার চেষ্টা

করেছিলাম। আমি তার সঙ্গে কথা বলতাম না। কোনটায় কাজ হয়নি। আমি সব সময় মন খারাপ করে থাকতাম। মাঝে মাঝে সে অল্প সময়ের জন্য খেলাধুলা ছেড়ে দিত। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো যে, আমি যা চেয়েছি তা পেলেও আমার শান্তি ছিল না। আমার শান্তি ছিল না কারণ, আমি যা কিছু পেতে চেষ্টি করেছি তা ভুল পথে করেছি। যদি আপনি কাউকে বল প্রয়োগে পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। এটা আপনার শক্তি হরণ করবে।

আত্মিকভাবে যেখানে আপনার থাকা উচিত সেখানে আপনি থাকতে না পেরে, আপনি কি খুব উদ্ভিগ্ন? আপনি কি নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন? পবিত্র আত্মা আপনার জীবনে যে কাজ করেছেন সে বিষয়ে আপনার সহযোগিতা করার দরকার আছে। তিনি আপনাকে পূর্ণতা অথবা পরিপক্বতায় নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি নিজে তা করতে পারেন না। এটার আর একটা দিক, যা আপনি কোন কিছু চেষ্টা করে করতে পারেন না।

আমি নিশ্চিত যে, এটা খুব স্বাভাবিক বিষয় যা আপনি পছন্দ করেন না, তা পরিবর্তন করতে চেষ্টা করা। কয়েক মুহূর্তের জন্য বাস্তববাদী হোন। এই সমস্ত পরিবর্তন করতে আপনি কতখানি কৃতকার্য হয়েছেন? আপনি কি কেবল নিজেকে হতাশ করেছেন এবং আপনার শান্তি নষ্ট করেছেন? আপনার উচিত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা তাঁর সময়ের জন্য অপেক্ষা করা, আপনার

নিজের জীবনে ও অন্যান্য লোকদের সঙ্গে তাঁর উপর বিশ্বাস করা ।

আমি সংক্ষেপে বলি, যদি আপনি যা করতে পারেন না তা করতে চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি হতাশ হবেন এবং শান্তি উপভোগ করবেন না ।

## শান্তির দ্বারা চালিত হোন

কলসীয় ৩ঃ১৫ পদ বলেঃ “আর খ্রীষ্টের শান্তি (আত্মার মিল যা আসে) তোমাদের হৃদয়ে কর্তৃত্ব (বিচারকের মত সার্বক্ষনিক কাজ) করুক (আপনার মনের সব প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে)।”

ক্রিকেট খেলার আম্পায়ার সিদ্ধান্ত দেন যে আপনি খেলায় আছেন কি নাই। আম্পায়ারের স্থির সিদ্ধান্তই নির্ণয় করবে আপনার জীবনে কোন্ জিনিসটা থাকবে অথবা বাইরে যাবে।

অনেক লোক শান্তি উপভোগ করেনা কারণ তারা ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে চলে। ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিবর্তে নিজের ইচ্ছা মত চলে। তারা যা চায় তাই করে অথবা ঈশ্বরের বাক্য এবং শান্তি দ্বারা চালিত হওয়ার পরিবর্তে তারা যা ঠিক মনে করে তাই করে। প্রায় সময়ই এমন কিছু আমার কাছে আসে যা আমি করতে চাই। এটা ভাল লাগে, ভাল মনে হয় এবং ভাল জিনিসও হতে পারে। যদিও আমার শান্তি না থাকে, আমি এটা ঐভাবে রাখতে শিখেছি। শান্তির দ্বারা চালিত হোন। বড় ধরণের এমন কিছু কিনবেন না যদি এই বিষয়ে আপনার

শান্তি না থাকে। যতই আপনার চাহিদা থাকুক না কেন, যদি পবিত্র আত্মার প্রতিকূলে চলেন, তবে আপনি দুঃখ পাবেন।

প্রায় মাঝে মধ্যে আমার অঙ্গীকার বিষয়ে বক্তৃতা দেবার সুযোগ হয়; যা আমি গ্রহণ করতে চাই। কিন্তু তার মধ্যে আমি শান্তি পাই না। আমি জানি না কেন সেখানে প্রায় শান্তি থাকে না। আমি শিখেছি, যে ভাবে হোক যদি আমি তা গ্রহণ করি, তখন সব সময় কারণ উপস্থিত হয় যে, কেন আমার শান্তির অনুসরণ করা উচিত ছিল।

আমার মনে আছে যখন আমি প্রথম যাত্রা শুরু করি অঙ্গীকার বিষয়ে কথা বলতে, তখন সময় ছিল খুব কম। স্বভাবতঃ আমি সবগুলো নিতে চাইতাম। আমি টেকসাসের একটা মণ্ডলীতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করি। সেই সময় সেটা ছিল আমার কাছে সত্যি খুব উত্তেজনা-পূর্ণ। তৎক্ষণাৎ আমি 'হ্যাঁ' বলেছিলাম। কয়েক সপ্তাহ পর যখনই আমি এই ব্যাপারে ভাবতাম, ততবার আমি মনে যন্ত্রনা অনুভব করতাম। এটা বেড়েই চললো। সেখানে যাবার ব্যাপারে আমার মনে শান্তি ছিল না এবং এর কারণ তখনও ঈশ্বর আমাকে জানান নাই।

আমি অপেক্ষার পর অপেক্ষা করলাম। পরিশেষে, আমি জানি, তাদেরকে আমার বলতে হয়েছিল যেন আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আমি তাদের বললাম, তারা যদি অন্য কাউকে না

পায় তবে আমি যাবো। কিন্তু কোন কারণবশতঃ সেখানে যাবার ব্যাপারে আমার মনে কোন শান্তি ছিল না। তারা সেই দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিলেন।

কয়েক সপ্তাহ পর জানতে পারলাম, আমার নিজস্ব মণ্ডলী তাদের নতুন ঘর উৎসর্গ করতে যাচ্ছে যে সময়টায়, ঠিক সেই সময় আমি বাইরে থাকতাম। আমার নিজের পরিচর্যা কাজ আরম্ভ করার আগে আমি সেই মণ্ডলীতে একজন সহকারী পালক ছিলাম এবং এই উপলক্ষে আমার সেখানে উপস্থিত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কেন প্রভু আমাকে জানান নাই যে কি হচ্ছিল সেখানে? কোন কারণবশতঃ তিনি আমাকে তা জানাতে চাননি। তাঁর বাক্য বলে তাঁর শান্তির দ্বারা চালিত হতে। অনেক সময় শুধু তাই আপনাকে জানান যে আপনি তাঁর ইচ্ছার মধ্যে অথবা বাইরে আছেন। আপনি হয়ত জানতে পারবেন কেন, অথবা আপনি কখনও জানবেন না কেন।

আপনি কখনও শান্তিময় জীবন উপভোগ করবেন না যদি আপনি তাঁর পরিচালনার অবাধ্য হন অথবা নিজের ইচ্ছামত চলেন।





---

## আপনার শান্তি হরণকারী বিষয়গুলো কি ?

কিছু কিছু বিশেষ জিনিস প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিরক্ত করে থাকে। শয়তান আপনার সমস্ত জীবন ধরে আপনাকে লক্ষ্য করছে। আপনি নিজেকে যতটা চিনেন শয়তান তার চেয়েও বেশি চেনে আপনাকে। সে জানে কোন্ জিনিস আপনাকে বিরক্ত করে। আপনার জানা দরকার কোন্ জিনিসটি আপনাকে বিরক্ত করে থাকে এবং সচেতন থাকতে হবে যেন সেই সময়গুলোতে আপনি শান্তি না হারান।

প্রত্যেকের শান্তি হরণকারী বিষয় এক নয়। আমাকে অনেক কিছু বিরক্ত করে যা ডেভকে একেবারেই করে না। যেমন, আমি নীরবতা পছন্দ করি, কিন্তু গোলমাল তাকে বিরক্ত করে না। যখন আমাদের মেয়ে খুব জোরেসোরে তার টেপেরেকর্ডার চালায় এবং ৯ বছরের ছেলেটা তার কুকুরের সাথে ঘরের মেঝেতে কুস্তি করে তখনও সে একটা বই পড়ে ফেলতে পারে।

আমি তাড়াহুড়া করা মোটেই সহ্য করতে পারি না এবং দেরি করতেও ঘৃণা করি। মাঝে মাঝে ডেভ্ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেশি কিছু করে ফেলতে চেষ্টা করে। শেষ মুহূর্তে আমরা বড় রকমের তাড়াহুড়ার মধ্যে গিয়ে পড়ি। আমার সম্পর্কে এই ব্যাপারটা শয়তান জানে এবং তা ব্যবহার করে আমার শান্তি হরণ করতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে যখন আমরা কোথাও যাই তখন ডেভ্ সবসময় অন্ততঃপক্ষে এক ঘন্টা আগে বিমান বন্দরে পৌঁছাতে চায়। যখন সে গলফ খেলতে যায় তখন সবসময় সে আগেভাগে গলফ কোর্সে পৌঁছাতে চায়। যদি শয়তান তাকে কোন ঘটনায় দেরি করাতে পারে তবে ডেভ্ তার শান্তি হারাতে শুরু করে।

আমরা আলাদা। তাই শয়তান আমাদের প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে থাকে। তার চেয়ে সুক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন হোন। সে আপনাকে উদ্বিগ্ন করার জন্য ব্যবস্থা নেয়।

আপনার শান্তি হরণকারী বিষয়গুলো কি কি? সেইগুলোর একটা তালিকা করুন এবং আপনার পরিবারের সঙ্গে আলাপ করুন। কোনটা তাদের বিরক্ত করে তা খুঁজে বের করুন। তারপর ঐ সমস্ত ক্ষেত্রকে এড়িয়ে চলতে একে অন্যকে সাহায্য করুন।

ডেভ্ একজন চিন্তাশীল গলফ খেলোয়াড়। আমিও খেলি, কিন্তু এটা শুধুমাত্র খেলার সময় আমাকে হাসি ও আনন্দে ভরিয়ে তোলে। যা হোক, আমি শিখেছি যে, ডেভের সাথে খেলার সময় যখন সে খারাপ শট নেয় তখন আমার বোকাম মত আচরণ কিংবা ঠাট্টা করা ঠিক নয়। আমাদের আনন্দ আছে কিন্তু আমাকে তাই করতে হয় যা তার জন্য স্বাচ্ছন্দ দায়ক। কারো দুঃখের অথবা শান্তি হারানোর কাজে সহায়তা করার কোন মানে হয় না।

যখন আপনি দীর্ঘসময় কারও সঙ্গে বসবাস করেন, তখন নিজের দুর্বলতাসহ তার দুর্বলতাও জানতে শুরু করেন। আমি আবার বলি, ঐ সমস্ত ক্ষেত্রকে এড়িয়ে চলতে একে অন্যকে সাহায্য করুন।

ডেভ্ আমার দুর্বলতায় আমাকে সাহায্য করে। যখন আমি পড়াশুনা কিম্বা বিশ্রাম করি, সে তখন সব কিছু নীরব রাখার জন্য চেষ্টা করে। সে আমাকে বিশ্রাম এবং বিনোদনের জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকে। কারণ সে জানে, যদি আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি, শয়তান আমার শান্তি হরণ করবে। গালাতীয় ৬ঃ ২ পদ বলে, “একজন অন্যের ভার বহন কর”। আমাদের একে অপরের দুর্বলতা বহন করা দরকার। সত্যিই আমাদের সকলের ঐগুলো আছে এবং একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করুন।



## শয়তান কেন আপনার শান্তি হরণ করতে চেষ্টা করে?

আমরা জানি শান্তি আমাদেরকে পবিত্র আত্মার সাথে আবদ্ধ করে। অন্য ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, শুধুমাত্র শান্তির পরিবেশে পবিত্র আত্মা কাজ করেন। শান্তির শক্তি আছে। আমি বিশ্বাস করি সেজন্যই যোহন ১৪ঃ২৭ পদ বলে যে, যীশু থেকে আমাদের শান্তি। যীশু বলেন, “আমার শান্তি তোমাদের দান করি।” অন্য কথায় তিনি তার শান্তি আমাদের উইল করে দেন।

যদি আপনার সমস্যা থাকে এবং শয়তান আপনাকে কিছুতেই এই ব্যাপারে উদ্দিগ্ন করতে না পারে, তাহলে আপনার উপর তার কোন ক্ষমতা নাই। আপনার শান্ত্যভাব, শান্তিময়তা, বিশ্বস্ত মনোভাবের উপর আপনার শান্তি নির্ভর করে। শয়তানের শক্তি আপনাকে উদ্দিগ্ন ও ভীত করায়।

যখন আপনি নিজে কোন কষ্টকর পরিস্থিতিতে পড়েন, সেই অবস্থায় আপনার লক্ষ্য হোক শান্ত থাকা। উদ্দিগ্ন হয়ে শয়তানের হাতের খেলনা হবেন না। আপনাকে মানসিকভাবে উদ্দিগ্ন করে সে আনন্দ পায়। সাধারণতঃ মানুষ যখন

আবেগের তাড়নায় পড়ে তখন সে প্রথমে যা করে তা হলো মুখ থেকে কথা বের করে, যা শয়তানকে তার আগুন জ্বালাতে ইন্ধন যোগাতে শুরু করে।

যাকোব ৩ঃ৫,৬ পদ বলে, জিহ্বা ছোট অঙ্গ বটে এটা একটা বড় আগুনের সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের অঙ্গ সমূহের মধ্যে জিহ্বা মন্দতার জগৎ হয়ে উঠেছে, যা সমস্ত দেহ সংক্রামিত ও কলুষিত করে। এই আগুন নরকের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়।

শাস্ত্রে আপনি দেখতে পাবেন যে, শয়তান চায় আপনি যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং যেন সে নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে। মনে রাখবেন, শয়তান আপনাকে উদ্বিগ্ন করার জন্য ফন্দি করে।

আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন, যখন গীর্জায় কিম্বা বাইবেল অধ্যয়নে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, শয়তান তখন বাড়তি কাজ করে থাকে। অনেকগুলো বছর আমাদের বাসার রবিবার সকাল ছিল বড় ঝামেলাপূর্ণ। কেউ না কেউ উদ্বিগ্ন না হয়ে আমরা খুব কমই গীর্জায় যেতে পেরেছি এবং সাধারণতঃ এটা সবারই হয়েছে।

রবিবার সকালে জিনিসপত্র হারায়, ভাঙ্গে ও উল্টে পরে, যা সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে হয় না। সপ্তাহের অন্যদিনগুলো আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালভাবে কাটায়, কিন্তু রবিবার সকালে তারা মারামারি করত। বাড়ীতে যত হইচই ও গোলমাল

হয়েছে, আমি ততই উদ্বিগ্ন হয়েছি। (মনে রাখবেন, আমি বেশি গোলমাল পছন্দ করি না)।

পরিশেষে, আমি নালিশ করতে আরম্ভ করি। ডেভ্‌ নালিশ ঘৃণা করে, সুতরাং কিছুক্ষণ পর সে আমাকে নালিশ না করার জন্য বলত। তখন আমি তার উপর রাগ করতাম। তারপর ডেভ্‌ আর আমার তর্কবিতর্কে ছেলেমেয়েরা কান্না জুড়ে দিত।

এই সবকিছুর মধ্যে কুকুরটা ঘরের ভিতর কারো জুতা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করতো, হয়ত ঐ জুতাটাই কাউকে না কাউকে পরতে হবে। তারপর আমি চিৎকার শুরু করতাম, “তাড়াতাড়ি কর! আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে!” আমি নিশ্চিত আপনার জীবনেও এই একই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে।

যখন আমি যাকোব ৩ঃ১৮ পদ দেখলাম, আমি বুঝতে পারলাম, ঈশ্বরের বাক্য শুনতে যাবার সময় কেন এই সমস্ত ঘটতো। এই পদ বলে, “ধার্মিকতার ফসল (সঠিক কাজ) হল [বীজের ফল] যা বপন করা হয়েছে (বাক্য) তাদের জন্য যারা শান্তির জন্য কাজ করে।

অন্য কথায়, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্য বদ্ধমূল হওয়ার জন্য ও উত্তম ফল উৎপাদনের জন্য এটা এমন একজনের দ্বারা প্রচার বা শিক্ষা



দেওয়া উচিত যিনি নিজে শান্তি সৃষ্টিকারী। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য শুনি তখন আমাদেরও শান্তিময় মনোভাব থাকা দরকার।

আপনার নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করুন। প্রভুর বাক্য শুনতে যাবার আগে শত্রু কতবার আপনাকে উদ্বিগ্ন করার চেষ্টায় কৃতকার্য হয়েছে? তার পরিকল্পনার প্রতি সজাগ থাকুন, আর তার হাতের খেলনা হবেন না। ২য় করিন্থীয় ২ঃ ১১ পদ বলে, আমরা শয়তানের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অজ্ঞ নই। কোন অনুবাদ এটাকে কৌশল বলেছে। শয়তান তার কৌশল ব্যবহার করে মানুষকে প্রতারণা ও বিপথে নিয়ে যায়। আসুন আমরা শয়তানের চেয়ে বেশি সুদৃষ্টি সম্পন্ন হই।

১ম পিতর ৫ঃ৮ পদ বলে, “তোমরা প্রবুদ্ধ (সংযত, স্থিরচিত্ত) হও, জাগিয়া থাক; তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জনকারী (প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত) সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।”

এটা আপনার ক্ষেত্রে হতে দিবেন না। আমি আপনাকে সচেতন হতে উৎসাহ দিই। যে সময় আপনি উদ্বিগ্ন বা হতাশ বোধ করতে শুরু করেন, তখন থেমে নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করুন, “শয়তান কি করতে চেষ্টা করছে? যদি আমি অহেতুক আবেগকে স্থান দিই, তাহলে কি ফল হবে?”

ইফিষীয় ৪ঃ২৬, ২৭ পদ খুব গুরুত্বপূর্ণ বাক্য, যা আমাদের উদ্বিগ্ন না হয়ে শয়তানকে আমাদের জীবনে পা রাখবার স্থান না দেবার শিক্ষা দেয়। ২৬ পদ বলে, সূর্য অস্ত না যাইতে যাইতে তোমাদের কোপাবেশ (তোমাদের উত্তেজনা, তোমাদের উন্মত্ততা, অথবা ঘৃণা) শান্ত হউক। অন্য কথায়, উদ্বিগ্ন হয়ে থেকে না।

২৭ পদ বলে, দিয়াবলকে আর কোন স্থান অথবা পা রাখবার স্থান [তাকে কোন সুযোগ] দিও না। যখন আপনি উদ্বিগ্ন হন, তখন আপনি আপনার আনন্দ হারান। যখন আপনি আপনার আনন্দ হারান, তখন আপনার শক্তিও হারান। নহিমিয় ৮ঃ১০ পদ বলে, “সদাপ্রভুতে যে আনন্দ তাহাই তোমাদের শক্তি”। গীতরচক দায়ুদ গীতসংহিতা ৪২ঃ৫ পদে, তার প্রাণকে বলেন, আমার অন্তরে কেন ক্ষুদ্ধ হও? যিশাইয় ৩০ঃ১৫ পদ বলে, সুস্থির থাকিয়া বিশ্বাস করিলে তোমাদের পরাক্রম হইবে। আমরা আবার দেখি যে, শয়তান আমাদের ক্ষুদ্ধ করতে চায়, যেন আমাদের শক্তি হরণ করতে পারে।

আমি পবিত্র আত্মার কাছ থেকে শিখেছি যে, তিনি শান্তিময় পরিবেশে কাজ করেন। পবিত্র আত্মা গোলযোগের মধ্যে কাজ করেন না। শয়তান গোলযোগের মধ্যে কাজ করে, কিন্তু পবিত্র আত্মা শান্তির মধ্যে কাজ করেন। আপনার বাড়ীতে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, মণ্ডলী অথবা পরিচর্যা কাজে

শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখুন। আপনি যখন তা করবেন তখন আপনি ঈশ্বরের বাক্য ও ঈশ্বরের আত্মাকে সম্মান করবেন। আপনি আপনার বাধ্যতার ফসল তুলবেন।

মনে রাখবেন, যীশু ৭০ জন শিষ্যকে দুই জন দুই জন করে অনেক আশ্চর্য কাজ করার জন্য, মন্দ আত্মাকে দূর করার জন্য, অসুস্থকে সুস্থতা দান করার জন্য এবং সুসমাচার প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে শহরে গিয়ে কোন বাড়ি খুঁজতে বলেছিলেন এবং শান্তি-র কথা বলে সেখানে থাকতে বলেছিলেন। যদি তাদের গ্রহণ না করতো তবে তারা তাদের পায়ের ধূলা ঝেড়ে অন্যত্র চলে যেতেন। (লুক ১০ঃ ১-১১, ১৭ পদ) কেন? তারা শান্তিতে না থাকতে পারলে, তারা কাজে শক্তিশীল হবেন।

আমি নিশ্চিত যে, আপনি, এই বই যে সংবাদ আপনার জন্য বয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে, তার প্রত্যাশা পেতে শুরু করেছেন। আপনার সাধ্যমত নিজেকে আত্ম নিয়ন্ত্রণ করে সব সময় শান্তিতে থাকুন।

লুক ২২ঃ৪৬ পদে- যীশু আমাদের প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেন যেন আমরা পরীক্ষায় না পড়ি। তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, “উঠ এবং প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় (একেবারেই) না পড়ি।” নিজের উপর নির্ভর করবেন না অথবা এই ক্ষেত্রে

নিজের শক্তি দিয়ে শয়তানের প্রতিরোধ করবেন না। প্রত্যহ প্রার্থনা করুন, যখন শয়তান আপনার শক্তি হরণ করতে চেষ্টা করে, তখন যেন ঈশ্বর আপনাকে শয়তানের প্রতিরোধ করার অনুগ্রহ দান করেন। আপনাকে শক্তি ও সাহায্য দান করার জন্য প্রভুকে বলুন।

মনে রাখবেন, যোহন ১৫ঃ৫ পদ বলে, “আমা ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না।” নিজে নিজেই চেষ্টা করতে যাবেন না, সাহায্য চান। আপনি খ্রীষ্টেতে সব কিছুই করতে পারেন (ফিলিপীয় ৪ঃ১৩ পদ)। কিন্তু নিজের শক্তিতে নয়। এমন কি, যোহন ৫ঃ৩০ পদে যীশু বলেছেন, তিনি নিজে কিছু করতে পারেন না। যদি আপনি ঈশ্বরের সাহায্য চান তবে নিজেকে অবশ্যই নম্র করতে হবে। ১ম পিতর ৫ঃ৫ পদ বলে, “ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ দান করেন।”

সংক্ষেপে বলি, শয়তান আপনার শক্তি হরণ করতে চায়, যেন সে আপনার শক্তিকে হরণ করতে পারে। সে আপনাকে দুর্বল ও শক্তিহীন করতে চায়, কিন্তু আমি আপনাকে উৎসাহিত করি, “প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান হন” (ইফিষীয় ৬ঃ১০ পদ)। শান্তিতে থাকুন।



## পরীক্ষার সময় বিশ্বাসীর অবস্থান

ইফিষীয় ৬ঃ১৩ পদ বলে, “..... সব কিছু করার পর [সমস্যা দাবী করে], [দৃঢ়ভাবে আপনার নিজের জায়গায়] উঠে দাঁড়াতে”। “আপনার জায়গা” কোন্টা? ইফিষীয় ২ঃ৬ পদ আমাদের শেখায় যে, আমাদের জায়গা খ্রীষ্টে। “দাঁড়ানো” শব্দটি গ্রীক ভাষা “হিস্টেমী” থেকে অনুবাদকৃত। এর একটি অর্থ হলো “জড়িত” থাকা। যোহন ১৫ঃ৭ পদে জড়িত থাকার ব্যাপারে গ্রীক শব্দ “মেনো” ব্যবহার করা হয়েছে। কখনও কখনও মেনো অনুবাদ করা হয়েছে “দাঁড়ানো” হিসেবে।

যীশু বলেন, “তোমরা যদি আমাতে থাক এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় যাচঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে (যোহন ১৫ঃ৭ পদ)। জড়িত থাকার অবস্থানই হলো শক্তির স্থান (জায়গা)।

ইব্রীয় ৪ অধ্যায় বলে, যখন আপনি আপনার যুদ্ধ বন্ধ করে, পরিবর্তে চেষ্টা করেন (বিশ্বাস ও

বাধ্যতায়) ঈশ্বরের বিশ্রামের জন্য, তখন আপনি তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করবেন। পরীক্ষার সময়, ঈশ্বরের পরিচালনা মত কাজ করুন, তাঁর সঙ্গে থাকুন অথবা খ্রীষ্টেতে অবস্থান করুন এবং লক্ষ্য করুন তিনি কিভাবে আপনার মধ্যে কাজ করেন। বাইবেল বলে, স্থির হয়ে দাঁড়াও এবং প্রভু যে নিস্তার করেন তা দেখ (যাত্রাপুস্তক ১৪ঃ১৩ পদ)। খ্রীষ্টেতে- থাক, নীরব হও, বিশ্রাম কর এবং দাঁড়াও এই সব শব্দগুলো- একই বিষয় বলে : আপনার শান্তি হারাবেন না।

ফিলীপিয় ১ঃ২৮ পদ হলো, বাইবেলের মধ্যে একটি শক্তিশালী পদ, যা এই বিষয়কে স্পষ্ট এবং পরিষ্কার করে। এটা বলে :

“তোমাদের বিপক্ষগণ ও শত্রুদের কোন বিষয়ে ত্রাসযুক্ত ও ভীত (মুহূর্তের জন্যও) হইও না। কারণ তাহা (দৃঢ়তা, ভীতিহীনতা) তাহাদের কাছে তাহাদের বিনাশের (তাহাদের আসন্ন) স্পষ্ট চিহ্ন (প্রমাণ এবং ছাপ) হবে, কিন্তু তা তোমাদের পরিত্রাণের (একটা নিশ্চিত নমুনা ও প্রমাণ) প্রমাণ আর এটি ঈশ্বর দত্ত।”

শাস্ত্র মধ্যে এটাই স্পষ্ট যে, যখন আপনাকে আক্রমণ করা হয়, তখন শান্ত থাকুন। সেটা শয়তানকে তার পরাজয়ের কথা বলে। সে যদি আপনাকে উদ্বিগ্ন করতে না পারে তবে, সে আপনাকে নিয়ে কি করবে, তা সে জানে না।

ঈশ্বর যে আপনাকে উদ্ধার করেছেন এটা তারই নিশ্চয়তা, কারণ শান্তি ও স্থিরতার মনোভাব ঈশ্বরকে দেখায় যে, আপনি সত্যিকার বিশ্বাসে কাজ করছেন। ইব্রীয় ৪ অধ্যায় বলে যে, যারা ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করে তাদেরই বিশ্বাস আছে।

ঈশ্বর যখন আপনার সমস্যা নিয়ে কাজ করেন, তখন অগ্রসর হোন এবং আপনি জীবনকে উপভোগ করুন। আমি বিশ্বাস করি, অধিকাংশ মানুষেরই একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে, যা হলো, আপনি যখন কোন সমস্যার মধ্যে পড়েন, তখন নিজেকে উপভোগ করা ঠিক না। কেননা, আপনি যদি অন্য কিছু করতে না পারেন তখন অন্ততঃ দুঃখিত হতে পারেন।

আমি জানি আমার বিগত বৎসরগুলোতে এই রকম চিন্তার অনেক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। যখন ডেভ্ এবং আমার এই রকম পরীক্ষা বা সমস্যা এসেছে, তখন সে খুশি থাকতো ও নিজেকে উপভোগ করতো। আমার অবস্থা শোচনীয় হতো এবং তার উপর রাগ হতো কারণ সে আমার সঙ্গে দুঃখিত হতো না।

মাঝে মধ্যে আমাদের আর্থিক সমস্যা হতো। অর্থের ব্যাপারে ডেভের অলৌকিক বিশ্বাস ছিল। সে বলত, আমরা দশমাংশ ও উপহার দিতে যেন উদার হই। বাইবেল বলে, তোমাদের সমস্ত



ভাবনার ভার তাঁর উপর ফেলিয়া দাও, কেননা তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন (১ম পিতর ৫ঃ ৭ পদ)। বাইবেল বলে, ঈশ্বর আমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করবেন (ফিলিপীয় ৪ঃ ১৯ পদ), সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে আমি চিন্তিত হব কেন? চিন্তা-ভাবনা কখনো অর্থ নিয়ে আসবে না। এটা কখনোই আনে না।

এই পদক্ষেপটি ডেভ্ গ্রহণ করেছিল। যখন ঈশ্বর আমাদের সমস্যা নিয়ে কাজ করতেন, ডেভ্ তখন তার জীবন উপভোগ করতো। আমি বলতাম, ডেভ্, আমি ঐ সমস্ত জানি, কিন্তু তুমি কিছু না করে থাকতে পারো না। আমি চাইতাম যেন সে কিছু করে। সে বলতো, ঠিক আছে জয়েস, তুমি আমাকে কি করতে বলো? আমি বলতাম, প্রার্থনা করো! তোমার প্রার্থনা করা উচিত। সে বলতো, আমি করেছি। আমি প্রার্থনা করেছি এবং ঈশ্বরকে আমার সমস্যা সমাধান করতে বলেছি। আমি তাঁকে বলেছি, তুমি যদি আমাকে দিয়ে অন্য কিছু করাতে চাও তবে তা আমাকে দেখাও। তিনি আমাকে কিছুই দেখান নি। সুতরাং আমার দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ দেখি না।

আমার মনের ভিতরে আমি জানতাম যে, ডেভ্ ঠিক। তবুও আমার মধ্যে কিছু একটা অস্পষ্ট বিষয় জেদ ধরে থাকত, যাতে মনে হতো আমার সমস্যার মধ্যে নিজেেকে উপভোগ করার

সাহস থাকা উচিত না। কয়েক বৎসর ধরে ফলাফল একই ছিল যখনই আমাদের সমস্যা আসতো, ডেভ্ প্রার্থনা করতো এবং শান্তিতে থাকতো, আর আমি প্রার্থনা করতাম এবং দুঃশ্চিন্তা করতাম। আমি নিজে নিজের অবস্থা শোচনীয় করেছিলাম।

ডেভ্ তার জীবনকে উপভোগ করতো এবং ঈশ্বর পরিশেষে সব সময়েই তার মধ্য দিয়ে কাজ করতেন। আমরা সবসময়ই সমাধান পেতাম।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; আমি অবশেষে বুঝতে পারলাম যে, আমি কোন কিছুই সম্পন্ন করতে পারছিলাম না। আমি যা করছিলাম তাহলো নিজেকে শোচনীয় করে তুলছিলাম এবং সম্ভবতঃ ঈশ্বর যে উত্তর দিতে চান তা পাওয়াকে দীর্ঘায়িত করে তুলছিলাম। এখন আমি ঝড়ের মধ্যেও শান্তি উপভোগ করি (মার্ক ৪ঃ ৩৭-৪০ পদ)।

যীশু বলেছেন- জগতে তোমরা ক্রেশ পাইবে কিন্তু সাহস কর, আমিই জগতকে জয় করিয়াছি (যোহন ১৬ঃ৩৩ পদ)। বাইবেল আরো বলে, প্রলোভন অবশ্যই আসবে কিন্তু আমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা প্রলোভনে পতিত না হই (লুক ৮ঃ১৩, ১ম করিন্থীয় ১০ঃ১৩, যাকোব ১ঃ১২ পদ)। আমার কথা হলো যে, অতিক্রম করার চ্যালেঞ্জ সব সময়ই আমার জীবনে থাকবে। কিন্তু আমরা খ্রীষ্টেতে বিজয়ী হই (রোমীয় ৮ঃ৩৭

পদ)। আমরা শুধু বিজয়ী হই তাই না কিন্তু আমরা সবসময়ই বিজয়ী। আপনি এমন কোন অবস্থানে কখনো পৌঁছাবেন না যেখানে আপনি প্রতিটি বাঁধা অতিক্রম করতে পারবেন, কিন্তু আপনার নিশ্চয়তা আছে যে, আপনি সব সময়ই খ্রীষ্টে বিজয়ী হবেন। আপনি সব সময়ই বিজয়ী হচ্ছেন।

পৌল ফিলিপীয় ৪ঃ১১,১২ পদে যা বলেছেন, সেখানে আপনাকে আসতে হবে। তিনি বলেছেন দারিদ্রতা কিম্বা প্রাচুর্য যে কোন অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট (শান্ত) থাকতে শিখেছেন। যদি তা না করেন, আপনার জীবন একের পর এক অনেক বিশৃঙ্খলতায় ভরে যাবে। এটা মনে রাখুন, যদি শয়তান আপনার অবস্থা দিয়ে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে সে সবসময় আপনাকে তার হাতের নিচে রাখবে।

## একদিন একদিন করে

এটা নিশ্চিত যে, আপনার শান্তি হারাবার পথ হলো, আগামীকালের জন্য দুশ্চিন্তা করা। মথি ৬ঃ৩৪ পদ বলেঃ

“অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট।”

আমাদের অনেকেরই আগামীকালের দুশ্চিন্তা ছাড়া হাতে অনেক বিষয় আছে যা আজকের জন্য যথেষ্ট। ঈশ্বর আজকের জন্য আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, কিন্তু তিনি আগামীকাল না আসা পর্যন্ত আপনাকে আগামীকালের জন্য অনুগ্রহ দান করবেন না।

লোকেরা প্রায়, যা কখনো ঘটেনা সে সম্পর্কে দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা করে থাকে। “যদি তা হয়”- হলো বিপদজনক। যদি আপনি শোনেন “যদি তা হয়” যা আপনার চিন্তার মধ্যে দিয়ে চলেছে, আপনি সম্ভবত দুশ্চিন্তার মধ্যে ঝুঁকে পড়বেন।

কোন কোন লোক তাদের দুশ্চিন্তা নিয়ে এত বেশি দুশ্চিন্তা করেন যে, তাদের দুশ্চিন্তা ভীতিতে পরিণত হয় এবং প্রায়শঃ যে বিষয়ে লোকেরা ভীত হয়, তা তাদের কাছে আসে। আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারি। আমরা শয়তানের কাছ থেকে ভীতির মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারি।

আগামীকাল আপনার ভীতির সঞ্চারণ না করুক। জেনে রাখুন, ঈশ্বর বিশ্বস্ত। আগামীকাল যা কিছুই ধরে রাখুক না কেন, তিনিই আগামীকালকে ধরে রাখেন। তাঁর অনুগ্রহ আগামীকালের জন্য যথেষ্ট। আগামীকালের দুশ্চিন্তা করে আজকের দিনকে উপভোগের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকবেন না। এটা সম্পূর্ণভাবে বিস্ময়কর, যা আমরা খ্রীষ্টে সম্পন্ন করতে পারি যদি আমরা একদিন একদিন করে বাঁচি।

আমি এই বিষয়ে শিখেছিলাম যখন আমি বাইবেল কলেজে শিক্ষা দিতে শুরু করি। আমার নিজ মণ্ডলীতে সপ্তাহে একবার করে শিক্ষা দিতাম। আমার চারজন ছেলেমেয়ে এবং সার্বক্ষণিক একটা চাকুরী ছিল, যখন আমি মণ্ডলীর বাইবেল কলেজে সপ্তাহে তিনবার শিক্ষা দেবার সুযোগ পেলাম। আমার সত্যিকার ইচ্ছা ছিল প্রভুর বাক্য বেশি করে শিক্ষা দেবার এবং এখানে সপ্তাহে তিনবার করে শিক্ষা দেবার সুযোগ ছিল।

যা হোক, যখন আমি শিক্ষা দিই, আমাকে অবশ্যই পড়তে ও প্রস্তুত হতে হয়। অনেকগুলো শ্রেণীতে ক্লাশের শিক্ষা ছিল গভীর বাইবেল অধ্যয়নের, যা বিশেষভাবে প্রথম বৎসরের প্রস্তুতির জন্য অনেক বেশি পড়াশুনা দরকার ছিল। এসব পড়াশুনা সন্ধ্যাবেলায় করতে হতো, কারণ দিনের বেলা আমার কাজ ছিল। আমি জানতাম না কেমন করে এ কাজ সম্ভব করবো কিন্তু আমি অনুভব করেছিলাম যে, ঈশ্বর আমাকে দিয়ে তা করাতে চান।

অনেক চিন্তা ও প্রার্থনার পর অসম্ভব কাজ করার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে পা বাড়ালাম। প্রথম বিষয় ঈশ্বর আমাকে প্রভাব বিস্তার করে চলছিলেন, যে, একদিন একদিন করে তুমি তা করতে পার। যদি আমি আগামীকাল নিয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করতাম, আমি শীঘ্রই বিপদের মধ্যে পড়তাম, কারণ তাৎক্ষণিক ভাবে আমি দেখতাম, তা অসম্ভব। তথাপি প্রত্যেকদিন, একদিন একদিন করে, এটা সব কার্যকরী হয়েছিল। ঈশ্বর আমাকে অনুগ্রহ দান করলেন কিন্তু যে পর্যন্ত না এটা আমার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় বৎসর আমার কাছে সহজ ছিল কারণ আমার কাছে আমার পড়ার পাঠ ছিল। সুতরাং আমাকে প্রথম বৎসরের মত পড়তে হয়নি।

ছাত্রদের প্রভুর বাক্য শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও দু'টি প্রধান কারণে প্রভু আমাকে কাজ সমাধান করতে বলেছিলেন। একটা ছিল, ঈশ্বরের অনুগ্রহে কতখানি সম্পূর্ণ করা যায় তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভ করা, যদি একদিন একদিন করে জীবনে নেয়া হয়। দ্বিতীয়টা হলো, আমার প্রায়ই শিক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করা। এখন ডেভ ও আমি প্রায় বিভিন্ন স্থানে যাই ও শিক্ষা দেই এবং শিক্ষা ও আমাদের “লাইফ ইন দ্যা ওয়ার্ড” নিয়ে বাসায় সভা করি। ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং তাঁর পথ বিগুন্ধ।

এর পাশাপাশি অন্য দিক হলো, লোকেরা বিপদে পড়ে দুঃখ প্রকাশ করে, পূর্বের দুঃখ নিয়ে বসবাস করে। আমরা সকলেই ভুল করি। হ্যাঁ, আমি বলেছি, আমরা সকলেই ভুল করি। এমন কি যাদের আপনি মনে করেন যারা কখনও ভুল করে না, তারাও ভুল করে। বাইবেল বলে আমাদের সবার ছোটখাট ভুল-ভ্রান্তির বোঝা রয়েছে। (গালাতীয় ৬:৫ পদ)। আমরা সকলেই এমন কিছু করি বা বলি যা আমরা মনে করি আমার বলা বা করা উচিত হয়নি। একবার কোন কিছু করা হলে তা করা হয়েই যায়।

আমি শিখেছি যে, বরং আমার শান্তি হারানোর চেয়ে যা আমি করেছি কিন্তু সেই বিষয়ে আর কিছু করতে পারবো না। এখন, সেই বিষয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করবো, যেন তা ঠিক করে দেন। আপনি জানেন, তাঁর সে ক্ষমতা আছে। তিনি আমাদের ভুল পরিষ্কার করতে পারেন।



কোন সময় আমি কিছু বলি, যা আমি মনে করি আমার বলা উচিত হয়নি। আমি তাঁকে দুঃখ দিয়েছি অথবা রাগান্বিত করেছি, এই বিষয়ে দুশ্চিন্তা না করে আমি প্রভুকে জানাই যে, আমার হৃদয়ে ঠিক মনোভাব ছিল যদিও আমি মুখ দিয়ে কথা বলে ফেলেছি। আমি তাঁকে বিশ্বাস করি যে, তিনি তাদের হৃদয়ে কথা বলবেন এবং আমাকে দয়া করবেন। এই জন্য আমার দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটে না বা পরে যখন দেখা যায় তখন হীনভাবে নত হতে হয় না।

আমরা অনেক বিষয়ে অনুশোচনার ফাঁদে পড়ি। ব্যস্ততার কারণে ডেড্ এবং আমি বেশিরভাগ সময় বাইরে খাওয়া দাওয়া করি। মাঝে মাঝে আমরা এমন কোথাও খাই যেখানে খাবার কিম্বা খাবার পরিবেশন করা খুব খারাপ। আমরা সেখান থেকে বের হয়ে এসে অনুশোচনা করি কেন আমরা সেখানে গেলাম। প্রভু আমাদের বুঝতে দেন এমন খারাপ রেষ্টুরেন্ট পছন্দের জন্য অনুশোচনা করে আমরা শান্তি হারাই।

মনে রাখবেন, শান্তি ভোগ করতে হলে, যা করতে পারেন না, তা করা থেকে বিরত হোন। একবার যখন আপনি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং আপনার বিল পরিশোধ করেছেন, অনুশোচনা তা পরিবর্তন করতে পারে না।



এখন আমরা সে ধরনের পরিস্থিতি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেই আমাদের ভালোর জন্য। এখন আমরা বলি, “চিন্তা কর, সে সব লোকদের কথা যারা সেখানে যাচ্ছে এবং পরিশেষে অসন্তুষ্ট হবে। আমরা কি আশীর্বাদ যুক্ত নই যে, আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি সেটা যাবার জায়গা নয়?”

আমার বাড়ির দেওয়ালে একটি ফলক আছে যাতে এমন একটা কথা লেখা আছে, যেমন : যদি অতীতকে নিয়ে বসবাস করতে চেষ্টা কর, জীবন হবে কঠিন। যীশু যে মহান তা প্রকাশ করতে “আমি ছিলাম” কথাটি ব্যবহার করেননি। যদি ভবিষ্যতকে নিয়ে বসবাস করতে চেষ্টা কর তবে, জীবন হবে কঠিন। যীশু যে মহান তা প্রকাশ করতে “আমি হবো” কথাটি ব্যবহার করেন নি। প্রতিদিন যেমন আসে তা যদি তেমন ভাবে গ্রহণ কর তবে জীবনটা ঠিক চলবে। যীশু বলেছেন “আমি আছি” (যোহন ৮ঃ৫৮ পদ) তিনি সবসময় যে কোন অবস্থায় আপনার সঙ্গে আছেন। আজকের দিনের যথেষ্ট অনুগ্রহের জন্য তাঁকে বিশ্বাস করার কথা মনে রাখুন।

## প্রার্থনা শান্তি আনে

ফিলিপীয় ৪ঃ৬ পদ বলে-

“কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না” (কোন উদ্বেগ কর না) “কিন্তু সর্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাচঞা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর।

“তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।”

সেই শান্তি, যা মন ও হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় তা এক বিরাট অভিজ্ঞতার বিষয়। যখন সব পরিস্থিতিতে আপনি উদ্ভিগ্ন, ভীত, বিশৃংখল এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন তথাপি আপনার শান্তি থাকে যা ব্যাখ্যার অতীত তা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এই পৃথিবী এই রকম শান্তির জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। আপনি ক্রয় করতে পারেন না; এটা বিক্রয়ও হয় না। এটা যীশুর কাছ থেকে বিনামূল্যে পাওয়া দান। এই দান আপনার, যখন আপনি তাঁকে আপনার প্রভু ও ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করবেন এবং তাঁর নীতি অনুযায়ী চলতে শিখবেন।

অঙ্গীকৃত প্রার্থনা হলো শক্তিশালী প্রার্থনা, যা আপনার বোঝাকে আপনার কাছ থেকে যীশুর কাছে সরিয়ে নেয়। ১ম পিতর ৫ঃ৭ পদ বলে, তোমাদের সমস্ত ভাবনার ভার তাঁর উপর ফেলিয়া দাও, কেননা তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন। কোন অনুবাদে ১ম পিতর ৫ঃ৭ পদ এইভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

“তোমাদের সমস্ত ভাবনার ভার (তোমার সমস্ত উদ্বেগ, তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তা, তোমার সমস্ত সম্বন্ধ, একেবারে) তাঁহার উপর ফেলিয়া দাও, কেননা তিনি প্রেমময় (স্নেহশীল), তোমাদের জন্য চিন্তা করেন ও তোমাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

কি অপূর্ব সুযোগ! অনেক খ্রীষ্টিয়ান এই সুযোগ কখনও ব্যবহার করেন না, যদিও এটা তাদের জন্য রয়েছে।

আপনি কি সেই শান্তি ভোগ করছেন, যার ফলে আপনি আপনার সব ভার তাঁর উপর অর্পণ করেন? অর্পণ শব্দের অর্থ নিষ্ক্ষেপ করা অথবা জোরে ছুড়ে ফেলা। যত তাড়াতাড়ি আপনি তা করবেন ততই মঙ্গল। আপনি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এটা করুন। আপনার সমস্যাগুলো তার প্রেমময় হাতে তুলে দিন। এটা খুব শীঘ্রই করুন, যখন পবিত্র আত্মা আপনাকে সজাগ করে তোলেন যে, আপনি দুশ্চিন্তা করছেন, কিংবা শান্তি হারিয়েছেন।

শয়তান চায়, যেন আপনি দুশ্চিন্তা করেন। ১ম পিতর ৫ঃ৯ পদ বলে, দিয়াবলকে প্রতিরোধ কর তার আক্রমণের বিরুদ্ধে- তার অর্থ সঙ্গে সঙ্গে, আক্রমণের শুরুতেই। কয়েকদিন আপনাকে নিয়ে তার কাজ করার সুযোগ দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। প্রতিরোধ করতে যতই বিলম্ব করবেন ততই শক্তভাবে শয়তান আপনাকে ধরে রাখবে। তখন মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে। যখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি দুশ্চিন্তা করছেন, তখনই দুশ্চিন্তা প্রত্যাখান করুন। ঈশ্বরের উপর পরিস্থিতির ভার ফেলে দিন। আপনার চিন্তার কৌশল বদলান।

যখন আমি প্রথম “ভাবনার ভার ফেলে দেওয়া” ও “দুশ্চিন্তা না করা” এই নীতি শিক্ষা করছিলাম- আমি জানতাম, আমার চিন্তা ভুল ছিল। আমি সমস্ত দিন ব্যয় করতাম আমার কল্পনাগুলো ফেলে দেবার জন্য এবং সেগুলো আবার তৎক্ষণিক ফিরে আসতো। আমার মনে আছে, এই গোটা ব্যাপারে আমি খুব হতাশ ছিলাম। আমি প্রভুকে বললাম, কেমন করে একজন মানুষ কোন কিছু সম্বন্ধে চিন্তা করবে না? আপনাকে বলা হয়েছে দুশ্চিন্তা না করার জন্য, আপনি অবশ্যই সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করবেন না। যখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য চিন্তা করতে হয়, আপনাকে নেতি-বাচক নয় বরং ইতি-বাচক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনার সমস্যা সম্পর্কে আপনি বাস্তববাদী হতে পারেন কিন্তু নেতি-বাচক নয়।

আমার স্পষ্ট মনে আছে যা যীশু আমাকে বলেছিলেন, যখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “কেমন করে আমি এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করব না?” তিনি বলেছিলেন, “এটা খুব সাধারণ, জয়েস, অন্য কিছু চিন্তা কর”। তুমি দেখ, তুমি সমস্যা নিয়ে কিছুতেই চিন্তা করতে পার না, যদি তুমি কোন কিছুকে সমস্যা মনে না কর।”

ফিলিপীয় ৪ঃ৬ পদ, দুশ্চিন্তার পরিবর্তে প্রার্থনা করতে বলে। ৭ পদ প্রতিজ্ঞা করে যে, যদি আপনি ৬ পদের শিক্ষা পালন করেন, আপনি শান্তি পাবেন যা আপনাকে দান করা হবে। ৮ পদ বলে ঃ অবশেষে হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরনীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত যে কোন সদগুণ ও যে কোন কৃতি হউক, সেই সকল আলোচনা কর।

এখন আমি প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর আপনাকে অনুগ্রহ দান করেন, যা পবিত্র আত্মার শক্তি, যেন এই নীতিগুলোকে আপনার জীবনে অভ্যাস করে আপনি আশীর্বাদ এবং শান্তিময় জীবন উপভোগ করতে পারেন। আমি আরও প্রার্থনা করি যে, পিতা তাঁর সম্মান ও গৌরবের জন্য আপনাকে মুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

# একটি নূতন জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করুন

যদি আপনি যীশুকে আপনার প্রভু ও ত্রাণকর্তা বলে নিমন্ত্রণ না করে থাকেন, আমি এখন তা করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানাই, আপনি যদি সত্যিই এই ব্যাপারে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক হন তবে এই প্রার্থনা করতে পারেন, আপনি খ্রীষ্টে একটা নতুন জন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

পিতা ঈশ্বর, আমি, যীশু খ্রীষ্টকে আপনার পুত্ররূপে ও পৃথিবীর ত্রাণকর্তারূপে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি তিনি আমার সমস্ত পাপের ভার গ্রহণ করে ক্রুশে আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি আমার পাপের মূল্য দিয়েছেন। যে শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিল তা তিনি গ্রহণ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি যীশু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং এখন আপনার দক্ষিণ পাশে উপবিষ্ট আছেন। যীশু, আমি আপনাকে চাই। আমার পাপ ক্ষমা করুন, আমাকে রক্ষা করুন। আমার মধ্যে বাস করুন। আমি আবার জন্ম নিতে চাই।

এখন বিশ্বাস করুন যীশু আপনার হৃদয়ে বাস করছেন। আপনি ক্ষমা পেয়েছেন এবং ধার্মিক গণিত হয়েছেন এবং যীশু যখন আসবেন তখন আপনি স্বর্গে যাবেন।

যেখানে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেওয়া হয় এমন মণ্ডলী খুঁজে বের করে সেখানে খ্রীষ্টেতে বৃদ্ধি লাভ করুন। ঈশ্বরের বাক্যের জ্ঞান ছাড়া আপনার জীবনের কোন কিছুই পরিবর্তিত হবে না। যোহন ৮ঃ৩১ পদ বলে, “তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক; তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য আর তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।

আমাকে লিখে জানান যে আপনি যীশুকে গ্রহণ করেছেন এবং খ্রীষ্টে নূতন জীবন কিভাবে শুরু করতে হয় এই বিষয়ে বিনামূল্যে পুস্তিকার আবেদন করুন।

“লাইফ ইন দ্যা ওয়াড” এর সমস্ত কর্মীবৃন্দ আপনাকে ভালবাসেন। আমরা প্রার্থনা করি, শান্তি সম্পর্কীয় এই পুস্তিকা দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হোন।

সুধী,

যোহন ৮ঃ৩১, ৩২ পদ বলে, “তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য; আর তোমরা সেই সত্য জানিবে এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।”

আমি আপনাকে ঈশ্বরের বাক্যকে ধরে রাখবার ও আপনার অন্তরে রোপন করার জন্য পরামর্শ দিই এবং ২য় করিন্থীয় ৩ঃ১৮ পদ অনুযায়ী, আপনি তাঁর বাক্য লক্ষ্য করুন আপনি যীশু খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হবেন।

স-প্রেমে,

জয়েস





## লেখক পরিচিতি

জয়েস মেয়ার ১৯৭৬ সাল থেকে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিচ্ছেন এবং ১৯৮০ সাল থেকে সার্বক্ষনিক পরিচর্যা কাজ করছেন। সেন্ট লুইস ও মিশোওরিতে “লাইফ খ্রীষ্টিয়ান সেন্টার”এ সহকারী পালক হিসাবে, “লাইফ ইন দ্যা ওয়ার্ড” নামে একটি সাপ্তাহিক সভা গঠন ও তার পরিচালনা করেন। পাঁচ বৎসরের বেশি সময় চালাবার পর প্রভু এই কাজ সমাপ্ত করে তাকে তার নিজের পরিচর্যা কাজ- “লাইফ ইন দ্যা ওয়ার্ড” শুরু করান।

জয়েসের “লাইফ ইন দ্যা ওয়ার্ড” রেডিও এবং টেলিভিশন কর্মসূচী- যুক্তরাষ্ট্র ও সারা পৃথিবীতে শুনা ও দেখা যায়। তার শিক্ষার টেপগুলো আন্তর্জাতিকভাবে উপভোগ করা হয়। তিনি “লাইফ ইন দ্যা ওয়ার্ডে”এর সম্মেলন করার জন্য ব্যাপক সময় ব্যয় করেন। জয়েস এবং তার স্বামী ডেভ্ যিনি “লাইফ ইন দ্যা ওয়ার্ড” এর ব্যবসায়িক পরিচালক ৩৩ বৎসর যাবৎ বিবাহিত জীবন যাপন করছেন ও চার সন্তানের মাতাপিতা। সব ছেলেমেয়ে বিবাহিত, তাদের স্ত্রী ও স্বামীরা ডেভ্ ও জয়েসের সঙ্গে পরিচর্যা কাজে নিবেদিত। জয়েস ও ডেভ্ মিশোওরির, ফেনটন, সেন্ট লুইসে বসবাস করেন।

জয়েস বিশ্বাস করেন তার জীবনের আহবান হলো ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাসীদের প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, “যীশু বন্দীদের মুক্তি দানের জন্য মৃত্যু বরণ করেন এবং অধিকাংশ খ্রীষ্টসেনা দৈনন্দিন জীবনে খুব অল্প আনন্দে অথবা বিজয়হীন জীবন যাপন করেন”। অনেক বৎসর আগে ঠিক একই রকম অবস্থায় নিজেকে দেখেছেন। তিনি ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করে বিজয়ী ভাবে বসবাস করার স্বাধীনতা পেয়েছেন। জয়েস বন্দীদের মুক্ত করার জন্য সুসজ্জিত হয়ে যাত্রা করেন এবং ছাইকে সৌন্দর্যে পরিণত করেন। জয়েস বিশ্বাস করেন যে, বিজয় যাত্রা করে সে অন্যকেও বিজয়ে নিয়ে যেতে পারে। জয়েসের জীবন স্বচ্ছ এবং তার শিক্ষা বাস্তব যা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা যায়।

জয়েস আবেগীয় সুস্থতা এবং ঐ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলো সারা দেশে বিভিন্ন সভায় শিক্ষা দিয়েছেন এবং হাজার হাজার লোকদের সাহায্য করেছেন। তিনি দুইশত’র বেশি কানে শোনার ক্যাসেটের এ্যালবাম করেছেন এবং খ্রীষ্টের দেহকে সাহায্যের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৩৫টা বই লিখেছেন।

তার আবেগিক প্যাকেজে বিষয়ের উপর ২৩ ঘন্টার বেশি সময়ের শিক্ষা আছে। এই প্যাকেজে যে এ্যালবামগুলো যুক্ত তা হলোঃ “দৃঢ় বিশ্বাস”, “ছাইয়ের জন্য সৌন্দর্য” (একটি পাঠ্যসূচীসহ),

“আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা”, “তিক্ততা, বিরক্তি, ক্ষমা না করা”, “প্রত্যাখ্যানের শিকড়” এবং “ভগ্ন অন্তঃকরণ সুস্থ্যতা” এর ৯০ মিনিটের শাস্ত্রাংশ ও সঙ্গীতের টেপ।

জয়েসের “মন সম্পর্কিত প্যাকেজ” এর মন সম্পর্কিত বিষয়ের উপর ৫টি আলাদা অডিও আছে। সেগুলোতে আছে “মানসিক দূর্গ ও মন স্থাপন”, “মরুভূমির মানসিকতা”, “মাংসিক মন”, “প্রলাপ ও বিস্ময়কর মন” এবং “মন, মুখ, মনোভাব ও আচরণ”। এই প্যাকেজে আরোও আছে, জয়েসের ২৮৮ পৃষ্ঠার শক্তিশালী বই “মনের যুদ্ধক্ষেত্র”। ভালবাসার উপর “ভালবাসা হলো .....” এবং “ভালবাসাঃ চরম শক্তি” নামে তার ২টি টেপ আছে।

জয়েস মেয়ারের অফিসে চিঠি লিখলে একটা তালিকা পাবেন ও আপনার জীবন পুরাপুরি সুস্থ করার জন্য যে টেপ বা বই আপনার প্রয়োজন তার তথ্য পেয়ে যাবেন।

## **To contact the author write:**

Joyce Meyer  
Life In The Word, Inc.  
P.O. Box 655  
Fenton, Missouri 63026,USA.  
or call: (314) 349-0303

Internet Address:  
<http://www.jmministries.org>

Please include your testimony or help  
received from this book when you write.  
Your prayer requests are welcome.

To contact the author in Canada,  
Please write:  
Joyce Meyer Ministries Canada, Inc.  
P. O. Box 2995 • London  
ON N6A 4H9, Canada.

In Australia, Please write:  
Joyce Meyer Ministries-Australia  
Locked Bag 77 • Mansfield Delivery  
Center • Queensland 4122, Australia.  
or call: (07) 3349 1200

In Bangladesh, Please write:  
Life In The Word  
P.O. Box- 11079  
Dhaka- 1230, Bangladesh.

## **Books By Joyce Meyer**

**Eat and Stay Thin**  
**Weary Warriors, Fainting Saints**  
**Life in the Word Journal**  
**Life in the Word Devotional**  
**Be Anxious for Nothing-**  
**The Art of Casting Your Cares**  
**and Resting in God**

**The Help Me! Series:**  
**I'm Anone!**  
**I'm Stressed! I'm Insecure!**  
**I'm Discouraged! I'm Depressed!**  
**I'm Worried! I'm Afraid!**

**Don't Dread-**  
**Overcoming the Spirit of Dread with**  
**the**  
**Supernatural Power of God**

**Managing Your Emotions**  
**Instead of Your Emotions Managing**  
**You**

**Life in the Word (Quotes)**  
**Healing the Brokenhearted**  
**"Me and My Big Mouth! "**  
**Prepare to Prosper**  
**Do It! Afraid**  
**Expect a Move of God in Your**  
**Life...Suddenly**

**Enjoying Where You Are on the  
Way to Where You Are Going  
The Most Important Decision  
You'll Ever Make**

**When, God, When?  
Why, God, Why?  
The Word, the Name, the Blood  
Battlefield of the Mind  
Tell Them I Love Them  
Peace  
The Root of Rejection  
Beauty for Ashes  
If not for the Grace of God**

**By Dave Meyer  
Nuggets of Life**



**Harrison House  
Tulsa, Oklahoma 74153**







আপনার সকল সমস্যা ঈশ্বরকে দিয়ে দিন . . .  
এবং তিনি আপনাকে শান্তি ও আনন্দ দেবেন !



আপনি কি অসন্তু কিছু করতে চাইছেন?  
আপনি কি আপনার পারিপার্শ্বিক মানুষকে  
পরিবর্তিত করার জন্য খুব পরিশ্রম করছেন?  
আপনি আত্মিকভাবে যেখানে থাকতে ইচ্ছা  
করেন তা না হওয়ার জন্য আপনি কি অখুশী?  
আপনার যদি শান্তি না থাকে তাহলে আপনি  
জীবনকে উপভোগ করতে পারবেন না।

জয়েস মায়ার এখন আপনাকে দেখাবেন কেমন করে আপনি প্রতিদিন  
জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পারবেন . . . যখন আপনি ঝড়ের মাঝে  
শান্তি পাবেন। তিনি আপনাকে শিক্ষা দেবেন :

- ঈশ্বরের সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন
- ‘শান্তি হরণকারী’ যারা আপনাকে বিপর্যস্ত করার জন্য পরিস্থিতি তৈরী  
করে তাদের চাতুরি খর্ব করুন
- শান্ত্যাব এবং বিশ্বাসের মনোভাবের মধ্যে শক্তি আবিষ্কার করুন
- কালকের উদ্বেগ নয় কিন্তু আজকের অনুগ্রহের উপর মন-সংযোগ  
করুন

ঈশ্বরের শান্তি সকল বুদ্ধির অতীত। এটি আপনার জন্য তাঁর বিনামূল্যের  
উপহার। আপনি কি সেটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত?



JOYCE MEYER  
MINISTRIES®

Nanakramguda, Hyderabad - 500 008